শিক্ষা-ক্ষেত্রে

বঙ্গীয় মোছলমান

খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ্ এম, এ; আই, ই, এস,
প্রণীত

প্রকাশক—
মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা
এম্পায়ার বুক হাউস,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য /৫ পয়সা।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে

বঙ্গীয় মোছলমান

খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ্ এম, এ; আই, ই, এস,
প্রণীত

প্রকাশক—
মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা
এম্পায়ার বুক হাউস,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য /৫ পয়সা।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান

বঙ্গদেশে মোট জনসংখ্যা ৪,৬৬,৯৫,৫৩৬ ; ইহার মধ্যে মোছলমানের সংখ্যা ২,৫২,১০,৮০২ ; অর্থাৎ সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৫৩.৯ জন লোক মোছলমান। সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মোছলমান শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৪.৫ জন মাত্র। বলা বাহুল্য যে যাহাদের বর্ণজ্ঞান মাত্র আছে তাহাদিগকেও শিক্ষিত পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এইপ্রকার ঘোরতর মূর্খতা এক তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ ব্যতীত সভ্য জগতের অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ম্যালেরিয়া অতীব মারাত্মক ব্যাধি সন্দেহ নাই, কিন্তু মূর্খতা-ব্যাধি ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও ভীষণ। জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং সম্পদ্ জনসাধারণের জ্ঞান ; অপিচ বঙ্গীয় সমাজের গরিষ্ঠ অংশই মোছলমান। ইহারা শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবনত এবং অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তবুও জীবন-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ইহাদিগকে পৃথিবীর অপর সকলের সমকক্ষ করিতেই হইবে। জনসাধারণের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে হইলে সম্যক্‌রূপে শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যতীত বর্ত্তমান যুগের জটিলতার মধ্যে জীবন সংগ্রামে মোটামুটি ভাবে সাফল্য লাভ করাও সম্ভবপর নহে। রাষ্ট্রে এবং সমাজে ব্যষ্টির সমবেত মান লইয়া সমষ্টির মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে এসম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং স্বীয় প্রজাগণের অজ্ঞানা-

ন্ধকার অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করা প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আমাদের মহিমান্বিত সম্রাট্ যে স্মরণীয় ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন প্রজাবৃন্দের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিস্তারই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই রাজকীয় ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতে চাই আমার রাজ্য সর্ব্বত্র স্কুল কলেজে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং এই সকল বিদ্যালয়ে এরূপ সবল মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন এবং রাজভক্ত নাগরিক প্রস্তুত হইতেছে যাহারা শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ। আমার ভারতীয় প্রজাবৃন্দের গৃহ উজ্জ্বল হউক, তাহাদের শ্রম সফল এবং মধুর হউক, জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা তাহারা উচ্চ চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হউক এবং অটুট স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করুক ইহাই আমার অন্তরের বাসনা।"

২। শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদ্গমন নিবারণ করা এবং সকল শ্রেণীর প্রজা-সাধারণ যাহাতে সমভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা এবং জ্ঞানের বৈষম্য মোছলমানের পক্ষে যে অতীব বিঘ্নজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপিচ এই বৈষম্যের বিষময় প্রভাব হইতে বৃটিশ শাসনও সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত থাকিতে পারে না।

৩। বাঙ্গালার মোছলমান ব্যাপকতর রূপে শিক্ষিত যাবতীয় রাজকার্য্যে উপযুক্ত পরিমাণে অংশ গ্রহণ না করিলে বঙ্গদেশ কখনই আপনাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটী স্ব-শাসিত অঙ্গ বলিয়া দাবী করিতে পারিবে না।

৪। পরবর্ত্তী তালিকা হইতে ১৯২৬-২৭ অব্দে যাবতীয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরে কি পরিমাণ মোছলেম ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত তাহা অবগত হওয়া যাইবে।

১ বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়।	২ মোছলমান বিদ্যার্থীর সংখ্যা পুরুষ বিদ্যালয়ে	 স্ত্রী বিদ্যালয়ে	 মোট	৩ মোট ছাত্রের তুলনায় মোছলেম ছাত্রের শতকরা অনুপাত পুরুষ।	 স্ত্রী
কলেজ	৪,৩০০	৫	৪৩০৫	১৪'২	১'৫
উচ্চশ্রেণীর স্কুল	১৬,০১৫	৪৩	১৬,০৫৮	১৫'৫	২'৮
মধ্য শ্রেণীর স্কুল	১৮,৪৬৯	১০৫	১৮,৫৭৪	১৯'৩	৪'১
প্রাথমিক স্কুল	৭,৯৩,৬৫৩	২,০১,৩৭৭	৯,৯৫,০৩০ (ক)	৫০'০	৫০'৬
বিশেষ শ্রেণীর স্কুল	৭৫১১৮	১৫২	৭৫,২৭০ (খ)	৬৬'৬	৮'৬
মোট	৯,০৭,৫৫৫	২,০১,৬৮২	১১,০৯,২৩৭ (গ)		

(ক) মকতবের ৬,২৮,৪৪৬ ছাত্র এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত আছে।

(খ) মাদ্রাসার ৫০,৯৯৯ „ „ „ „ „

(গ) মকতব এবং মাদ্রাসার ৬,৭৯,৪৪৫ „ „

৫। সাধারণ এবং বিশেষ এই উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে মোট মোছলমান ছাত্রের সংখ্যা ১১,০৯,২৩৭; ইহার মধ্যে পুরুষ ৯,০৭,৫৫৫ এবং স্ত্রী ২০,১,৬৮২। উপরিলিখিত ১১,০৯,২৩৭ মোছলেম বিদ্যার্থীর মধ্যে ৬,৭৯,৪৪৫ অর্থাৎ শতকরা ৬১'২ জন মকতব এবং মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে।

৬। মোছলমান বালিকাগণ প্রধানতঃ মোছলেম প্রাইমারি স্কুল বা মক্তবেই শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। মাদ্রাসা মক্তব ইত্যাদিতে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করে তাহার শতকরা ৬৬'৬ জন মোছলমান; প্রাথমিক শ্রেণীতে যে সংখ্যা অধ্যয়ন করে তাহার শতকরা ৫০'০ জন মোছলমান (এই সংখ্যার মধ্যে মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা গণনা করা হইয়াছে), মধ্য শ্রেণীতে অধ্যয়নকারীর

শতকরা ১৯.৩ জন মোছলমান (ইহার মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণীর ছাত্রগণকে গণনা করা হইয়াছে), উচ্চ শ্রেণীতে যাহারা অধ্যয়ন করে তাহার শতকরা ১৫.৫জন মোছলমান এবং কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছে এরূপ ছাত্রের শতকরা ১৪.২ জন মোছলমান।

৭। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছাত্রসংখ্যা কিছু বেশী দৃষ্ট হইলেও অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে, কারণ এই সংখ্যার অধিকাংশই নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্র। ব্যাপকরূপে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা যৎসামান্য ফলবতী হইলেও স্বল্পকাল মাত্র শিক্ষালাভ করিয়াই যে অধিকাংশ ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এই নিদারুণ সমস্যার কোন উপযুক্ত প্রতিকার আবিষ্কৃত হয় নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে শতকরা ৩৯ জন ছাত্রের বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ প্রাপ্ত হয়।

৮। উপরিলিখিত তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ মোছলেম ছাত্র মক্তবে অধ্যয়ন করিতেছে। প্রাথমিক মক্তবে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইছলামী অনুষ্ঠান-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়াই সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা মক্তবের দিকে মোছলমান ছাত্রের আকর্ষণ প্রবল। মক্তব ব্যতীত আর কেবলমাত্র মাদ্রাসাতেই বহুল পরিমাণে মোছলমান ছাত্র দেখা যায়।

৯। বঙ্গদেশে সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৫৩.৯ জন মোছলমান। কেবলমাত্র প্রাথমিক এবং মাদ্রাসা ইত্যাদি বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয়েই মোছলমানের উপযুক্ত অনুপাত রক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়। ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধশ্রেণীর বিদ্যালয়ে মোছলমানের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। কলেজে এবং উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে মোছলমান ছাত্রের অনুপাত শতকরা ১৪ হইতে ২০ জন মাত্র।

১০। শিক্ষার উচ্চস্তরে মোছলমানের স্বল্পতার হেতু দ্বিবিধ। প্রথম—

দারিদ্র্য; দ্বিতীয়—মোছলেম কর্তৃপক্ষ এবং মোছলেম শিক্ষক পরিচালিত উচ্চাঙ্গের বিশেষ বিদ্যালয়ের অভাব।

১১। উচ্চশ্রেণীর মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা-কলেজের কিছু প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু ইছলামী আদর্শে পরিচালিত বৈষয়িক শিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের অভাব তদপেক্ষা অনেক গুরুতর। এই শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সেগুলি কলিকাতা ইছলামিয়া কলেজের পুষ্টি-সাধন করিবে। বর্ত্তমানে জুনিয়ার মাদ্রাসার প্রতি মোছলমান ছাত্রের বিশেষ আকর্ষণ লক্ষিত হইতেছে; এই বিষয়টি যথাযোগ্য প্রণিধান করা প্রয়োজন। মোছলমান শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ মক্তব যেরূপ প্রয়োজন তদ্রূপ বিশেষ শ্রেণীর মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়েরও প্রয়োজন আছে। মোছলমান বালকবালিকা-গণকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিবার ইহাই একমাত্র পন্থা। ইংরেজি শিক্ষার জন্য আজকাল তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সুতরাং তদনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই। অতীতে আমরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি যেরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি পুনরায় সেরূপ ভ্রম করিলে চলিবে না। ইংরেজি শিক্ষা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে, তবে তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন যেন এতদ-সঙ্গে ইছলামের আদর্শ, সভ্যতা এবং ধর্ম্ম-প্রাণতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে। হিন্দু ছাত্রের সমকক্ষ হইতে হইলে মোছলমান ছাত্রের জন্যও যথোপ-যুক্ত উদার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সেই শিক্ষার প্রতি যাহাতে মোছলেম অভিভাবকমণ্ডলীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও অতীব প্রয়োজন। জুনিয়ার এবং সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলিকে মধ্য এবং উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সমকক্ষ করিয়া লইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কিন্তু এইসকল মাদ্রাসাকে এই প্রকারে উন্নীত করিতে হইলে সরকার

হইতে প্রভূত পরিমাণে অর্থ-সাহায্য প্রয়োজন। মোছলমানের জন-সংখ্যা এবং সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া সরকারের পক্ষে অনুচিত।

১২। ডিষ্ট্রীক্ট বা মিউনিসিপাল বোর্ড্ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্য এক শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে; সেগুলিকে বোর্ড-স্কুল বা "বিস্"স্কুল নামে অভিহিত করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ সরকারী অর্থ-দ্বারা পরিপুষ্ট এবং ইহাতে কেবলমাত্র বৈষয়িক শিক্ষারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর যে বিদ্যালয়ে সমস্ত বা অধিকাংশ ছাত্র মোছল-মান সেখানে মক্তবের পাঠ্য প্রচলন করিলে বহুল পরিমাণে মোছলমান ছাত্র তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালার মোছলমান কৃষক কতকটা ধর্ম্মান্ধ, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন বৈষয়িক শিক্ষা তাহাদের মনঃপূত হয় না। ইদানীং সাধারণ শিক্ষার প্রতি মোছলমানের আকর্ষণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, তত্রাচ যদ্দারা স্বীয় সমাজ, ধর্ম্ম এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে এইরূপ বিশিষ্ট শিক্ষার প্রতিই মোছলমানের অনুরাগ অধিক। উচ্চাঙ্গের বৈষয়িক শিক্ষালাভ করিয়াও কিরূপে মোছলমান ছাত্রকে ইছলামের আচার অনুষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ রাখা যায় ইহাই মোছলমান সমাজের প্রধানতম সমস্যা। তাই মোছলমানের জন্য বর্ত্তমানে এরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যেখানে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ ইছলামের বৈশিষ্ট্য না হারাইয়াও বর্ত্তমান জাগতিক সভ্যতার সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইবে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মোছলমান শিক্ষাক্ষেত্রে জগতের অগ্রণী ছিল। ইউরোপ হইতে ছাত্রগণ জ্ঞানা-নুশীলন জন্য কর্ডোভা, কাইরো, বসরা এবং বাগদাদে গমন করিত। খৃষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দি পর্য্যন্ত মোছলেমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই

তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা এবং সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে একদিন যে জাতি জ্ঞানরাজ্যে জগতের আদর্শ ছিল তাহারাই আজ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মিশরের অন্তর্গত কাইরো নগরীস্থ আল্-আজ্‌হার্ অদ্যাপি জগতের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। এমন দিন ছিল যখন শিক্ষা কেবল মোছলমানদেরই করায়ত্ত ছিল, আর আজ এমন দিন উপস্থিত হইয়াছে যখন মূর্খতাই তাহাদের অলঙ্কার স্বরূপ। কোর্-আন এবং হাদিছের পবিত্র শিক্ষা বিস্মৃত হওয়াতেই মোছলমানের এই নিদারুণ মানসিক অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে হইলে আমাদিগকে অবিলম্বে কোর্-আন এবং হাদিছের নির্দ্দেশ পালনে তৎপর হইতে হইবে। যাবৎ প্রত্যেক পরিবারের বালক এবং বালিকা শিক্ষালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব না হয় ও প্রতি পরিবারের কর্ত্তা শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত না হয় এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের প্রত্যেক জেলায় কেন্দ্রীয় তহবিল প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাবৎ বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। হিন্দু এবং মোছলমান শিক্ষা-বিষয়ে সমকক্ষ না হইলে বঙ্গবাসী জীবনের কোন ক্ষেত্রে সম্যক্ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না।

১৩। মোছলেম সমাজে বহুল পরিমাণে শিক্ষাবিস্তারের যে সকল অন্তরায় আছে তাহা নিম্নে দেখান হইল।

(১) সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির দারিদ্র্য।

(২) ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব।

(৩) ভাষা-বাহুল্য।

(৪) স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মোছলমানের সংখ্যা-স্বল্পতা।

(৫) স্কুল এবং কলেজ হোষ্টেলের ব্যয়াধিক্য।

(৬) শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে মোছলমানের অপ্রাচুর্য্য।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদ্‌সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে মোছলমান প্রতিনিধির অভাব।

(৮) ডিষ্ট্রীক্ট ও মিউনিসিপাল বোর্ডে উপযুক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি গ্রহণের অভাব।

১৪। দারিদ্র্য মোছলমান সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের প্রধানতম অন্তরায়। তবে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে কিয়ৎপরিমাণে এই বিপত্তির নিরসন হইতে পারে ঃ—অধিক পরিমাণে সরকারী সাহায্য (grant in aid) প্রদান; মোছলমান ছাত্রের জন্য অধিক সংখ্যক (free-studentship) বৃত্তি সংরক্ষণ; মোছলমানের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিদ্যালয়াদিতে স্বল্পহারে বেতন গ্রহণ ইত্যাদি। এই প্রকারে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইলে দরিদ্র যুবকদের মধ্যে যাহারা মেধাবী তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

১৫। ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব দুই প্রকারে দূর করা যাইতে পারে—মোছলমানের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ। সাধারণ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বহু মোছলমান ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, সুতরাং ইছলাম-সম্মত নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য সেই সকল স্কুল কলেজ এবং তদ্‌সংলগ্ন ছাত্রাবাসে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আরও অধিক সংখ্যক মোছলমান হেড্‌মাষ্টার এবং ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ করিতে হইবে যেন বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উভয়ত্রই ছাত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন। নিম্ন পদে কয়েকজন মোছলমান শিক্ষক নিয়োগ দ্বারা মোছলমান ছাত্র সমাজের উপযুক্ত সংগঠন হইতে পারে না। জেলার সদরে যদি একজন মোছলমান হেড্‌

মাষ্টার এবং ডিষ্ট্রিক্ট্ ইন্স্পেক্টর স্থানীয় আঞ্জুমান ইত্যাদির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন তাহা হইলে তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন তাহা অমোছলেম হেড্মাষ্টারের অধীনস্থ রাশিকৃত সহকারী শিক্ষক বা অমোছলেম ডিষ্ট্রীক্ট্ ইন্স্পেক্টরের অধীনস্থ রাশিকৃত সব্ইনস্পেক্টর বা ডেপুটি ইনস্পেক্টরের দ্বারা সম্ভব নহে।

১৬। ভাষা বাহুল্য মোছলমান ছাত্রের পক্ষে এক জটিল সমস্যা এবং ইহার সম্যক্ সমাধানও প্রায় অসম্ভব। (ধর্ম্মগ্রন্থ) কোর্‌-আনের ভাষা, মোছলেম ইতিহাস এবং হাদিছ তফছিরাদির ভাষা, সরকারী রাজভাষা এবং স্বীয় মাতৃভাষা, মোছলমান ছাত্রকে ইহার সবগুলিই শিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা এবং মাতৃভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য্য। আবার ইংরেজি প্রায় পৃথিবীর সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে; বিশেষতঃ সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে ইংরেজি শিক্ষা না করিলে চলে না। সুতরাং জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদি বহুল পরিমাণে মাতৃভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইলে মোছলমান ছাত্রের গুরুভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। বাঙ্গালার মোছলমানের মাতৃভাষা ভারতের অন্যান্য মোছলমানের মাতৃভাষা হইতে স্বতন্ত্র বিধায় তাহাদের পক্ষে এই ভাষা-সমস্যা আরও জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পারস্য ভাষা উঠাইয়া দিলে এবং ক্রমে ক্রমে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা প্রচলন হইলে ভাষাসমস্যা কিছু সরল হইয়া আসিবে।

১৭। স্কুল এবং কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে অধিকতর মোছলেম প্রতিনিধি গ্রহণ অতীব প্রয়োজন। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে মোছলমান থাকিলে মোছলমান সমাজ স্বভাবতঃই একটু নিরাপদ মনে করেন। সরকারী, অর্দ্ধসরকারী বা বে-সরকারী যেরূপ বিদ্যালয়ই হোক না কেন, শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে মোছলমান থাকিলে মোছলেম অভিভাবক-গণ স্বীয় সন্তান সম্বন্ধে অনেকটা নিরুৎকণ্ঠ বোধ করিয়া থাকেন।

সেগুলিকে স্কুলের অঙ্গীভূত করিয়া ক্লাশ রুমে পরিণত করা হইতেছে। ছিট ভাড়া এবং অন্যান্য কর হইতে অব্যাহতি দিলে আবার এই সকল হোষ্টেল ছাত্রপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল এবং কলেজেও মোছলমান ছাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

২০। শিক্ষা বিভাগে অধিকতর মোছলমান শিক্ষক এবং পরিদর্শক নিয়োগ করিলে মোছলেম শিক্ষা বিশেষ উৎসাহপ্রাপ্ত হইবে। শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারির তালিকা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে কেবল মাত্র নিম্নতম সোপানেই কিছু মোছলমান বর্ত্তমান আছে। একটু উৰ্দ্ধ সোপানে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসে। 'উপযুক্ত মোছলমান পাওয়া যায় না' যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা জানেন না যে সম্প্রতি মোছলমান সমাজ শিক্ষায় কি পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের নিম্ন সোপানে কয়েকজন মোছলমান গ্রহণ করিলেই এই অভাবের নিরসন হইবে না; সকল সোপানেই যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক মোছলমান কর্ম্মচারী থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিবার জন্য আরও অধিক মোছলেম হেড মাষ্টার এবং ডিষ্ট্রীক্ট ইন্স্পেক্টর প্রয়োজন।

২১। উচ্চ শিক্ষার ভাগ্য নিয়ন্তা বিশ্ববিদ্যালয়; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন নিয়োগের পূর্ব্বেও বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিশারদ ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোছলমানের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের মন্তব্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণ উদ্ধৃত করা এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—"বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ব্যাপারে অর্থাৎ পাঠ্য নির্ব্বাচন, ছাত্রগণের বাসস্থান এবং অন্যান্য অবস্থা নিরূপণ কার্য্যে মোছলমানের অভাব অসুবিধা বিশেষরূপে বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। * * * * * * জাতির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

ব্যাপারে ইদানীং একটি মাত্র প্রবল ব্যক্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় ; তাহার ফলে যথেষ্ট অশান্তি এবং উৎকণ্ঠার উদ্রেক হইয়াছে। পরিচালন পদ্ধতি আরও উদার বা সার্ব্বভৌমিক হইলে অসন্তোষ এবং বিরোধ বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইত।" অধ্যাপন-সমিতি এরূপভাবে গঠিত যে তাহাতে মোছলমান ছাত্রের মন স্বতঃই শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠে। শিক্ষার আদর্শ নির্ম্মাণ কার্য্যে সিনেট, সিণ্ডিকেট, সেকেণ্ডারি বোর্ড, নিয়োগসমিতি, পাঠ্য নির্ব্বাচন সমিতি ইত্যাদির প্রভাব অতি প্রবল। এই সকল সমিতিতে মোছলমান না থাকায় মোছলেম শিক্ষার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। এরূপ সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন সকল সম্প্রদায়েরই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাবতীয় সমিতিতে যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি স্থান পাইতে পারে তজ্জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইবে।

২২। মোছলেমগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার "ফি" তহবিলে যে অর্থদান করিয়া থাকে ন্যায়তঃ তাহারা তদনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষার্থী সমগ্র ছাত্রের এক-ষষ্ঠাংশ মোছলমান, কিন্তু সিণ্ডিকেট ,ফ্যাকাল্টী অব ষ্টাডিজ্ ইত্যাদি সমিতিতে মোছলমান প্রতিনিধির সংখ্যা শূন্য বলিলেও ভুল হয় না।

২৩। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলিয়াছেন, "উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে মোছলমান এবং হিন্দু উভয়েরই উভয়ের প্রতি সহানুভাবী এবং শ্রদ্ধাবান্ হওয়া কর্ত্তব্য যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ব্বজনীনতার মধ্য দিয়া তাহারা স্ব স্ব জাতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়।

২৪। বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত। এই দেশের জন-সংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক মোছলমান,

সুতরাং রাজনৈতিক জীবনের উপর মোছলেম শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। জাতির প্রধান সম্প্রদায়গুলি সমভাবে উন্নত না হইলে জাতীয় জীবন সুগঠিত হইতে পারে না। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে মোছলমানগণ হিন্দু ভ্রাতৃগণের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে সত্য; কিন্তু একথাও সত্য মোছলেম সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত দেশের মঙ্গলামঙ্গল অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং দেশের শাসন শৃঙ্খলা সৌকর্য্যার্থ তাহাদিগকে উপেক্ষা করা চলে না। যেরূপ শাসন সংস্কারই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, এই সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করিতে না পারিলে দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইতে পারে না। কিংবা সুপুষ্ট জাতীয় জীবন গঠনের জন্য যে ঐক্যবোধ প্রয়োজন তাহারও উন্মেষ হইতে পারে না। প্রধান সম্প্রদায়গুলিকে সমান সুবিধা দান করা এবং সমভাবে উন্নতির পথে চালনা করিয়া জাতীয় অভীষ্ট লাভে সহায়তা করা প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। শরীরের অঙ্গ বিশেষের মাংসপেশী-গুলির পরিচালনা করা এবং অবশিষ্টগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, কারণ প্রকৃত শক্তি-লাভ মাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন ইচ্ছাবৃত্তির আজ্ঞাধীন হইয়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একোদ্দিষ্ট হইয়া শ্রমলিপ্ত হয়। যে অঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাহাদের দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং জাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানবিচার করা গভর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য।

২৫। শিক্ষাযন্ত্র এরূপভাবে পরিচালন করা প্রয়োজন যাহাতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে যেন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে পারে। এরূপ ভাবে শিক্ষক, পরিদর্শক এবং পরিচালক নির্ব্বাচন করিতে হইবে যেন কোন সম্প্রদায়ই উপেক্ষিত না হয়। স্কুলে এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে যাহাতে

মোছলেম ছাত্রগণ মোছলেম শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিতে পারে এবং তাঁহার আদর্শ অনুকরণ করিয়া লাভবান্ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোমলমতি বালকগণের শিক্ষার উপর টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটি গঠন, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন, পরিচালক সমিতি এবং শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারের প্রভাব সামান্য নহে। শিক্ষাসংক্রান্ত এই জাতীয় সমস্ত স্থানেই মোছলমানের উপযুক্ত স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে এই সকল অনুষ্ঠানে মোছলমানের আদৌ কোন স্থান নাই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই অনৈস্‌লামিক প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং তদ্দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ছাত্রগণের সম্মুখে যে আদর্শ উপস্থিত হয় তাহা আদৌ সমর্থন যোগ্য নহে। সুতরাং যে সকল বিদ্যালয় দেশের রাজস্ব হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক মোছলমান পরিচালক এবং শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

২৬। সম্যক্‌রূপে মোছলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংস্কার করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; সেই সঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড্ এবং মিউনিসিপালিটিগুলিরও পুনর্গঠন করিতে হইবে। অন্যথা দেশে এরূপ অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলার সৃজন হইবে যে, তাহা নিবারণ করা কোন গভর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত হইবে না। এই সঙ্কটকাল উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থসঙ্ঘর্ষের সমাধান করা কর্ত্তব্য যাহাতে দেশবাসীর অন্তরে প্রকৃত জাতীয়তার উন্মেষ হইতে পারে।

২৭। মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনাধিকার প্রচলন করা কর্ত্তব্য। এইগুলি স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান এবং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কার্য্য-

পরিচালনা দ্বারা ক্রমশঃ দেশবাসীকে স্বায়ত্তশাসনে অভ্যস্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব অনুপাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ না করিলে এই উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। নগর ও পল্লীগ্রামের হিন্দু এবং মোছলমান উভয়েরই উচিত যে, নাগরিকের কর্ত্তব্য এবং অর্থ বিজ্ঞানের মূলনীতি শিক্ষা করিয়া তাহারা সমবেতভাবে এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া উভয়ের সাধারণ স্বার্থলাভের জন্য তৎপর হয়। ব্যক্তিগত অসুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজে নিজেই হউক বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই হউক দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা বিস্তার, গমনাগমনের অসুবিধা দূরীকরণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে হিন্দু এবং মোছলমান উভয় সম্প্রদায় শিক্ষা এবং শাসন ক্ষেত্রে সমাধিকার লাভ করিলেই তবে বঙ্গদেশের সৌভাগ্যোদয় হইবে।

২৮। আরও একটী গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে না। দেশের ব্যবস্থাপক সভায় মোছলমানের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপকগণ যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাহাদের অভাব অভিযোগের সম্যক্ সংবাদ না রাখিলে তাঁহাদের প্রণীত ব্যবস্থা কখনই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ স্ব স্ব ব্যক্তিগত বিরোধ পরিত্যাগ করিতে পারিলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের সুখ সম্পদ্ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। ব্যবস্থাপক সভা, স্বায়ত্ত শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয় ইত্যাদির সভ্য নিয়োগ জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম থাকা অতীব আবশ্যক। নির্ব্বাচন প্রথা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে এতদ্দ্বারা উপযুক্ত প্রতিনিধি পাওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে ইহা মূল্যহীন। যেখানে বিভিন্ন স্বার্থ বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উপযুক্ত পরিমাণে নির্ব্বাচিত হইতে পারে, মাত্র সেইখানেই নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বাচন প্রথা সম্যক্‌ভাবে প্রযুজ্য।

২৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"শিক্ষাবিভাগের পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বঙ্গদেশের জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক মোছলমান, যাবৎ এই সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভ করিয়া দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ বঙ্গদেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত **অন্যতম স্ব-শাসিত** অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করাও বাতুলতা"। আমরা এই উক্তির সারবত্তা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। "কমিশনের রিপোর্টের পর দশ বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত হইতে চলিল, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও বাঙ্গলায় দুই প্রধান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের অনুপাত বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় আমরা যতই উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হই, মোছলমান ছাত্রের সংখ্যা ততই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। উচ্চশিক্ষায় শোচনীয়রূপে পশ্চাৎপদ বলিয়া ভারতে বৃটিশের প্রজারূপে মোছলমানের যেরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল, তাহার বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে হিন্দু ও মোছলমানের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	হিন্দু	মোছলমান
প্রাইমারি বিদ্যালয়ে (পুরুষ)	৭৫৫,১৫২	৭৩৯,৮৯৭
মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে „	৭৩,১২৪	১৬,০৯৭
উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে „	৮৫,৫৫০	১৫,৫৩৯
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে „	২০,৯০৯	৩,৪৩৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলিয়াছেন, "এই সকল লোককে (মোছলমানকে) বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিকের অধিকার এবং দায়িত্ব

সম্বন্ধে সজাগ করিতে হইলে ইহাদিগকে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষার সর্ব্বস্তরে প্রবেশের সুযোগ দানই একমাত্র পন্থা। এই সুযোগ দানের চেষ্টা হইয়া থাকিলেও যে তাহা আদৌ ফলপ্রসূ হয় নাই তাহা নিম্নের তালিকা হইতে প্রমাণিত হইবে।

বিভিন্ন ব্যবসায় এবং শিল্পাদি শিক্ষার বিদ্যালয়ে পুরুষ ছাত্রের সংখ্যা (৩১—৩—২৬)।

স্কুল —	হিন্দু	মোছলমান
আর্ট	৫১০	২০
ডাক্তারি	১৩১৭	৪৩৮
ইঞ্জিনিয়ারিং ও জরীপ	৪৪৮	৫৫
টেকনিক্যাল ও ইন্ডষ্ট্রীয়াল	৩৭৪০	৮৭৮
কমার্শিয়াল	১১১১	১৩৯
কৃষি	৩৩	৬

কলেজ	হিন্দু	মোছলমান
আইন	৩১৮৬	৫৮৯
চিকিৎসা	১৪১৫	১৩৭
শিক্ষক ট্রেনিং	৮৬	৪১
ইঞ্জিনিয়ারিং	২৪৪	৩০
কমার্শিয়াল	৪৮০	২৩
পশু চিকিৎসা	৫৬	৩৩

উপরের দুইটি তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সর্ব্ব নিম্নস্তরের বিদ্যালয় ব্যতীত আর কুত্রাপি মোছলমান ছাত্র হিন্দুর তুলনায় স্বীয় আপেক্ষিক অনুপাত রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

অধিকাংশ মোছলমানই যে কৃষিজীবি এবং গ্রামে বাস করিয়া থাকে সে সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। অপিচ ইহাও সত্য যে স্ব স্ব সন্তান

গণকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়া আপনাদিগের সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতি সাধনের স্পৃহা মোছলমান কৃষকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বজন বিদিত দারিদ্র্য বশতঃ তাহাদের সন্তানগণ অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না, ফলে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মোছলমান ছাত্রের সংখ্যা শোচনীয়রূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্য উচ্চতর শিক্ষা তত প্রয়োজনীয় নহে, সর্ব্বসাধারণের জন্য মোটামুটি প্রাথমিক শিক্ষা যত আবশ্যক। সর্ব্বসাধারণের জন্য মোটামুটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় গভর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। এই প্রকার শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে এক বিল সমুপস্থিত করিয়াছিলেন; তাহাতে জমিদার এবং উভয়ের উপরই শিক্ষাকর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই বিল এক্ষণে আইনে পরিণত হইয়াছে।

ভারত সরকার এবং বঙ্গীয় সরকার সমবেত ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় ভার বহনে সম্মত হইলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বঙ্গের উৎপন্ন পাটের শুল্ক হইতে যে, অর্থাগম হয় তাহা ভারত সরকারের প্রাপ্য। ইচ্ছা করিলে ভারত সরকার এই শুল্কলব্ধ অর্থ এই সর্ত্তে বঙ্গীয় সরকারকে দিতে পারেন যে এই অর্থ কেবল বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করা হইবে। স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি সুগঠিত করিতে হইলে আরও ব্যাপকরূপে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বহুল বিস্তার না হইলে ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে অতীব প্রয়োজন।

ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে এবং অধিবাসিগণের

মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় ও শিল্পশিক্ষা আবশ্যক। চাকুরী ক্ষেত্রে স্থান নাই, ব্যবসায় ক্ষেত্রও পরিপূর্ণ। ফলে বহুলোক কর্ম্মহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং সরকারের ছিদ্রান্বেষণ, কর্ম্মচারিগণের নিন্দাবাদ, পরস্বাপহরণ এবং রাজদ্রোহ প্রচার দ্বারা তাহারা অন্তরের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল লোকের জীবিকার্জ্জনের জন্য উপযুক্ত পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইহাদিগকে কর্ম্মলিপ্ত করিতে হইলে দেশে নানাজাতীয় শিল্পোন্নতি করিতে হইবে এবং তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকেই পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্বল্প মূলধন দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকার্য্য বা ব্যবসায় পরিচালন করিয়া যে লাভবান্ হওয়া যায়, গভর্ণমেণ্টকে তাহা কার্য্যতঃ প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে।

সর্ব্বোপরি আরও একটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমানে শিক্ষা Transferred Subjects "হস্তান্তরিত" বিভাগের অন্যতম এবং সম্ভবতঃ শাসনপ্রণালীর কোন পুনঃসংস্কার হইলেও এই ব্যবস্থার কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অন্ততঃ আরও কিছুকাল যাবৎ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য-নির্ব্বাহ ক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত অভাব অভিযোগের পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাবই অধিকতর গুরুত্ব প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং শিক্ষা বিস্তারের জন্য মোছলমানকে যে সুযোগ ও সুবিধাই দেওয়া হউক না কেন, ইহা অতীব প্রয়োজন যে, স্বতন্ত্র বিধি সাহায্যে সেই ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে শিক্ষা সচিব স্যর হারকোর্ট বটলারের পরামর্শে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে কৌন্সিলের সদস্যগণ দ্বারা সংগঠিত এক মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার ফলে ঐ বৎসর ৩রা এপ্রিল তারিখে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনবিভাগে [illegible] গবর্ণমেণ্টের এক সার্কুলার

প্রেরিত হয় এবং তদনুযায়ী ১৯১৪ খৃঃ ৩০শে জুন তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে বঙ্গীয় শাসনবিভাগের ২৪১৪ নং মন্তব্য দ্বারা মোছলেম শিক্ষাসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠিত হয়।

এক বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া উক্ত কমিটি ১৯৭টী রিজো-লিউসন সহ এক কার্য্যবিবরণী পেশ করেন। তৎপর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের জেনারেল ডিপার্টমেণ্ট হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৭—২৪ নং মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে "মহাযুদ্ধ" আরম্ভ হওয়ায় এবং তজ্জন্য অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় ফলাফল আশাপ্রদ হয় নাই। প্রাগোক্ত কমিটি যে দুই একটী নগণ্য সাধারণ বিষয় অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাই মাত্র কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু কমিটির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সুপারিশ গুলি কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মোছলমান ছাত্রকে অন্যান্য জাতির ছাত্রের সহিত সমভাবে প্রতি-যোগিতায় যোগদানে সক্ষম করিবার উদ্দেশ্যে একটী বিশেষ ছাত্রবৃত্তি অন্ততঃ দশ বৎসর যাবৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। উক্ত অর্থ হইতে প্রতীচ্যে শিক্ষালাভের জন্য তাহাদিগকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে। বঙ্গদেশীয়গণের ভাবী স্বায়ত্বশাসন অনুকুলে ইহা ধ্রুবসত্য যে, যতদিন মোছলমানগণ বিদ্যাশিক্ষায় হিন্দুদিগের সমকক্ষ হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও মোছলমান স্বরাজের উচ্চ শিখরে উপনীত হইতে পারিবে না।

১৮৭১ খৃঃ স্যার উইলিয়ম্ হণ্টার বলিয়াছেন—"বর্ত্তমানে রাজকীয় বিভাগে চাকুরী ও অন্যান্য উচ্চপদে আবাহনের জন্য মোছলমানদিগের সমস্ত পথ রুদ্ধ; অথচ এইদেশ অধিকৃত হইবার সময়ে ইঁহারা কেবল রাজনীতি-বিশারদ নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বিশিষ্ট মেধা-সম্পন্ন জাতি ছিলেন। তাঁহাদিগের বিদ্যাচর্চ্চার ধারা অন্যপ্রকার

হইলেও আমাদিগের প্রবর্ত্তিত রীতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না এবং উহা কোনমতে উপেক্ষা করিবার নহে। তাঁহাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি, শিষ্টাচার ও বুদ্ধিবৃত্তি তৎকালীন ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের অধিকাংশ দান হিন্দু বালিকাদিগের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে কিন্তু বঙ্গদেশে মোছলমানদিগের জন্য এমন একটী উচ্চ বিদ্যালয় নাই যেখানে তাহারা তাহাদিগের কন্যাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠাইতে পারে।

উপসংহার

১। মোছলমান ছাত্রদিগের জন্য অন্ততঃ দশবৎসরের উপযোগী ছাত্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট রাখা উচিত এবং প্রতি বৎসর মোছলমান ছাত্রদিগকে ইউরোপে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার কতকাংশ ব্যয় করা উচিত।

২। মোছলমানদিগের বিশেষ বিদ্যালয়গুলি মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর সাধারণ বিদ্যালয়ের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত।

৩। সমস্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

৪। ক্রমশঃ ভাষার অসুবিধার সমাধান করা উচিত।

৫। কলেজ ও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মোছলমান প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক।

৬। মোছলমান ছাত্রদিগকে অত্যধিক কর দান হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদিগের হোষ্টেলে প্রবেশের বাধা দূর করা উচিত।

৭। পরিদর্শনকারী মোছলমান কর্ম্মচারীর অধিক সংখ্যক নিয়োগের বন্দোবস্ত করা উচিত।

৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কমিটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত এবং তাহার মধ্যে মোছলমান সভ্যের সংখ্যা যথেষ্ট থাকা উচিত।

৯। মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট, স্থানীয় ও ইউনিয়ন বোর্ডের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সভায় মোছলমানদিগের যথেষ্ট প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক।

১০। শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

১১। কৃষিজীবী ছাত্রদিগকে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

১২। যাবতীয় বিদ্যালয়ে লোকসংখ্যার উপর মোছলমানদিগের যথেষ্ট স্থান পৃথক্ রাখা উচিত। বিদ্যালয়ের পরিচালন সভায় মোছলমান প্রতিনিধি রাখা উচিত।

১৩। যাহাতে মোছলমান ছাত্রগণ সরকার কর্ত্তৃক সাহায্যদানের যথেষ্ট পরিমাণ ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা উচিত।

১৪। রাজকার্য্য পরিচালনে মোছলমানদিগকে সন্তোষজনক অংশ দান করা আবশ্যক।

সত্যবটে, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট প্রবর্ত্তন দ্বারা শিক্ষাবিভাগ শিক্ষাসচিবের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং কাউন্সিলে তর্কবিতর্কাদি দ্বারা প্রাদেশিক শিক্ষা ক্রমশঃ বিভিন্ন সমাজের উপযোগী হইতেছে, কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যতই উন্নত বা দৃঢ় ভূমিক হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত দেশবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে সমভাবে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ না হইবে, সে পর্য্যন্ত ইহা কখনই জাতীয় উন্নতির সহায়তা করিতে পারিবে না।

অধুনা, শিক্ষাতে মোছলমানগণ হিন্দুদিগের বহু পশ্চাতে অবস্থিত। যতদিন উহাদিগকে উন্নত জাতির সমকক্ষ করা না হয়, ততদিন একতা ও সহানুভূতি স্থাপন অসম্ভব। যদি হিন্দু ও মোছলমানগণকে বিদ্যাশিক্ষা ও শাসনকার্য্যে সমভাবে সুবিধা দিয়া যথারীতি পরিচালিত করা হয়, তবেই বাঙ্গালার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও চৈতন্যের বিকাশ হয় এবং ইহা কুসংস্কারকে বহুল অংশে বিলুপ্ত করে এবং হীন, কলুষিতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে অমানুষিকতা হইতে উদ্ধার করে। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচলিত শিক্ষা কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ক, কি তৎসঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক হইবে ইহা বিবেচ্য। ইউরোপে পার্থিব ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাপ্রণালী অবিযোজ্য, একটীকে অপর হইতে পৃথক্ করা যায় না। জাপানে শিক্ষার ভিত্তি রাজকীয় নৈতিক উপদেশের উপর অবস্থিত। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিধান মানব চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারে না, বরং অশান্তি ও গবর্ণমেণ্টের অখ্যাতির হেতু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দূরীভূত করিতে হইলে বালকদিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ইহজন্মের পর সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের শাস্তিভোগ শিক্ষা দিতে হইবে।

মূলে নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মতত্ত্ব পরস্পর সংলগ্ন, যদি ধর্ম্মের প্রধান সত্যতা বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, এই বিরাট বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা আছেন, আর তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিরাজমান, সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং আমরা পরকালে কৃতকর্ম্মের জন্য দায়ী, তাহা হইলেইআমরা চরিত্রের সাধুতার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে সচেষ্ট হইতে পারি। যে শিক্ষা বিশ্বপতির সম্বন্ধে একটা ধারণা মানবের জ্ঞানপটে অঙ্কিত করিতে না পারে, তাহার সার্থকতা নাই। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত গ্রন্থাবলিতে ধর্ম্মোপদেশ ও আত্মোন্নতির স্থান না থাকে, তবে ইহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।